করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র ৩১ দফা নির্দেশনা

১) করোনাভাইরাস সম্পর্কে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।এ ভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) লুকোচুরির দরকার নেই, করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন।

৩) পিপিই সাধারণভাবে সকলের পরার দরকার নেই। চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পিপিই নিশ্চিত করতে হবে। এই রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত পিপিই, মাস্কসহ সকল চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা এবং বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ
সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৪) কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত সকল চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, এ্যাম্বুলেন্স চালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৫) যারা হোম কোয়ারেন্টাইনে বা আইসোলেশনে আছেন, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে।

৬) নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন।

৭) নদীবেস্টিত জেলাসমূহে নৌ-এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখতে হবে।

৯) পরিচ্ছন্নতা নিশ্চত করা। সারাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।

১০) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় এ দুর্যোগে

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাগণ যথাযথ ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন- এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

১১) ত্রাণ কাজে কোন ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

১২) দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে।

১৩) সোশ্যাল সেফটিনেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৪) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেন স্থবির না হয়, সে বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে।

১৫) খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোন জমি যেন পতিত না থাকে।

১৬) সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। যাতে বাজার চালু থাকে।

১৭) সাধারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ।

১৮) জনস্বার্থে বাংলা নববর্ষের সকল অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে যাতে জনসমাগম না হয়। ঘরে বসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নববর্ষ উদযাপন করতে হবে।

১৯) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজের সকল স্তরের জনগণকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রশাসন সকলকে নিয়ে
কাজ করবে।

২০) সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে সমন্বয় করে ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২১) জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবেন।

২২) সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন: কৃষি শ্রমিক,

দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান চালক, পরিবহন শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, স্বামী পরিত্যক্তা/বিধবা নারী এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২৩) প্রবীণ নাগরিক ও শিশুদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৪) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সকল সরকারি কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

২৫) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৬) আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করবেন না। খাদ্যশস্যসহ প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে।

২৭) কৃষকগণ নিয়মিত চাষাবাদ চালিয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে।

২৮) সকল শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিজ নিজ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখবেন।

২৯) শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।

৩০) গণমাধ্যম কর্মীরা জনসচেতনতা সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গুজব ও অসত্য তথ্য যাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩১) গুজব রটানো বন্ধ করতে হবে । ডিজিটাল প্লাটফর্মে নানা গুজব রটানো হচ্ছে। গুজবে কান দিবেন না এবং গুজবে বিচলিত হবেন না।

সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গায় নাইটিঙ্গেল ক্রিকেট একাডেমির পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ

করোনা’র ভয়াবহতা রোধে সরকার ঘোষিত লক ডাউনে থাকা কর্মহীন দিন মুজুরদের পাশে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে চুয়াডাঙ্গা নাইটিঙ্গেল ক্রিকেট একাডেমি।

শুক্রবার বিকেল ৩ টায় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার প্রত্যন্ত পল্লী ভেদামারী গ্রামের কর্মহীন নারী-পুরুষ দিন মুজুরদেরকে জন প্রতি ৫ কেজি চাউল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি ডাউল, ১ কেজি সয়াবিন তৈল, জীবানু নাশোক সাবান ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা নাইটিঙ্গেল ক্রিকেট একাডেমির পরিচালক কোচ ও চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক ইসলাম রকিব বলেন, অনেকে শহরের প্রান্তিক জনগোষ্টিকে সহায়তা করলেও প্রত্যন্ত পল্লীতে সহায়তার পরিমান কম।

সে কারণে গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে খাবার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সহায়তা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গায় আলমসাধুর ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দশমাইল বাজার এলাকায় আলমসাধুর (ভটভটি) ধাক্কায় গুলজান বিবি (৭০) নামের এক পথচারী বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত গুলজান বিবি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলিয়ারপুর গ্রামের মৃত বছির উদ্দিনের স্ত্রী।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ জানান, শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে গুলজান বিবি মুদিদোকানে কেনাকাটার জন্য বাড়ির কাছের দশমাইল বাজারে যান।

রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি আলমসাধু ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে পাকা রাস্তায় পড়ে যান। এতে তিনি রক্তাক্ত জখম হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহতের লাশ সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে।

মেহেরপুর সদরে ১১৫০ পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে ত্রান সামগ্রী

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজস্ব তহবিল থেকে ১টি পৌরসভা ও ৫টি ইউনিয়নে ত্রান বিতরন করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ থেকে পৌরসভা ও ৫টি ইউনিয়নে ত্রান সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।

সেখান থেকে সাধারণ নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলার ১১৫০ পরিবারের মাঝে এই ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হবে।

প্রতিটি পরিবারকে ৫ কেজি চাল, ২কেজি আলু, ১ কেজি ডাল ও আধা লিটার তেল দেওয়া হচ্ছে।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নে কর্মহীন ব্যাক্তিদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে প্রকৃত গরিব দুস্থ্য অসহায় ও কর্মহীন ব্যাক্তিদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

করোনা প্রতিরোধে কর্মহীন হয়ে পড়া ব্যাক্তিদের দুরাবস্থার কথা বিবেচনায নিয়ে প্রধানমন্ত্রী’র ত্রাণ হতবিল থেকে প্রাপ্ত এ খাদ্য সহায়তা শুক্রবার সকালে সাহারবাটি ইউপি কার্যালয়ে সুষ্ঠ্যভাবে বিতরণ করেন ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক।

ইউনিয়নের প্রতিটি ইউপি সদস্যের বাছাইকৃত ১০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়। একই সাথে বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষের তালিকা প্রস্তত করা হচ্ছে,পর্যায়ক্রমে সকলেকেই খাদ্য সহায়তা দেয়া হবে বলে বলে উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানাগেছে।

খাদ্য সহয়াতা প্রদান কালে উপস্তিত ছিলেন ইউপি সচিব আব্দুল মতিনসহ ইউপিসদস্যবৃন্দ।

মেহেরপুরে মৃত নৌ সদস্যের নমুনা সংগ্রহ – পাঠানো হচ্ছে আইডিসিআর’এ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামে করোনার লক্ষন নিয়ে মৃত নৌ সদস্যের নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআর’এ পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

সেই সাথে নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ঐ বাড়ি লক ডাউন

করা হয়েছে।

রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন।

উল্লক্ষ্য, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলাগ্রামের বাবু পাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানকালীন জ্বর, সর্দি ও কাশিতে আক্রান্ত হয়ে এক নৌ সদস্য মারা গেছেন।

তাঁর নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে সন্দেহভাজন রোগীর দেহে করোনা ভাইরাস নেই

গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের সন্দেভাজন রোগী রুহুল আমীনের দেহে করোনা ভাইরাস নেই।

সেই সাথে ঐ বাড়ির লক ডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

জেলা সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত ১ এপ্রিল সন্দেহভাজন এক রোগীর নমুনা আইডিসিআর ‘এ পাঠানো হয়েছিল।

সেই রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে ঐ রোগী করোনা নেগেটিভ।

মেপ্র/এমএফআর

নতুন আক্রান্ত ৫, মোট আক্রান্ত ৬১ — স্বাস্থ্য মন্ত্রী

দেশে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন করে ৫ জনের দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। কোনো মৃত্যুর ঘটনা নেই। এ নিয়ে মোট ৬১ জনের সংক্রমণ ধরা পড়ল।
আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরেরকরোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে জানানো হয়। ব্রিফিং করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) দুপুরে আইইডিসিআর এর করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে জানানো হয়েছিল, দেশে নতুন করে আরো দুইজনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে গতকাল ব্রিফিং পর্যন্ত মোট ৫৬ জনের সংক্রমণ ধরা পড়ে।

নতুন করে কোনো মৃত্যুর ঘটনা নেই। গতকাল বলা হয়েছিল, যে দুইজনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে তাদের একজনের বয়স ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। অন্যজনের বয়স ৭০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। আক্রান্ত দুজনই পুরুষ। ১৪১ জনের মধ্যে নমুনা পরীক্ষা করে এ দুজনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

মেহেরপুরে শ্বশুরবাড়ি থেকে করোনা সন্দেহে এক নৌ সদস্যর মৃত্যু, বাড়ি লকডাউন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলাগ্রামের বাবু পাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানকালীন জ্বর, সর্দি ও কাশিতে আক্রান্ত হয়ে এক নৌ সদস্য

মারা গেছেন। তাঁর নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া মারা গেছেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল কোলা গ্রামের ওই বাড়িতে গিয়ে লাল পতাকা টানিয়ে লকডাউন ঘোষনা করে।

এর আগে বুধবার রাত ১০টার দিকে তাকে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে তার করোনা উপসর্গ দেখে তাকে হাসপাতালে ভর্তি নেয়া হয়নি। পরে একটি বেরসকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে মৃত্যুর খবর পেয়ে বিভিন্ন ভাবে খোজ নিলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন জানান, তাদের জামাই ৬ মাস আগে বিদেশ থেকে মিশন শেষ করে বাড়ি এসেছেন। কয়েকদিন আগে এখানে বাড়িতে আসে। তার আগে থেকে লিভারের অসুখ ছিল। বুধবার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে বৃহস্পতিবার রাতে মারা যায়।

এদিকে, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আরএমও তাপস কুমার জানান, বুধবার রাতে মেহেরপুর থেকে নৌ বাহিনীর এক সদস্য জ্বর, কাশির উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসলে আমরা তাকে ভর্তি না নিয়ে বাড়িতে চিকিৎসা নেয়ার কথা জানায়। পরে আজ শুনি তিনি মারা গেছেন।

এদিকে, আমাদের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি গ্রামবাসীর বরাত দিয়ে জানান, নৌ বাহিনীর ওই সদস্যর অলসার রোগ ছিল। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া হাসপাতালে মারা যায়। শুক্রবার ময়না তদন্ত শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, আমরা ওই নৌ সদস্যর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর তার শ্বশুরবাড়িতে পুলিশ পাঠায়। সেই বাড়িতে লাল পতাকা টানিয়ে বাড়িটি লকডাউন ঘোষনা করেছি। তবে আগামিকাল ছাড়া নিশ্চিত করা বলা যাচ্ছে না কি কারণে মৃত্যু হয়েছে।

আমদহ ইউনিয়নে ১৬৯ পরিবারে ত্রাণ বিতরণ

মেহেরপুরের আমদাহ ইউনিয়নে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৬৯ কর্মহীন মানুষের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

‘প্রয়োজন যেখানে, ত্রাণ পৌঁছে যাবে সেখানে’ এ স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সরকারি ভাবে করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ ও চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় দরিদ্র দিনমজুর মানুষদের মধ্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

এ সময় প্রত্যেক পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ৫ কেজি আলু, ২ লিটার তেল, ২ কেজি পেয়াজ ও ২ কেজি লবন বিতরণ করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা মোঃ তাইজুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল লাহেল এবং আমদাহ ইউনিয়নের মেম্বার মোঃ দরুদ আলী।